তারিখ 17 NOV 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষা তথ্য ও ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব

যথার্থ ব্যবস্থা নিন— সার্ক বিপন্ন করবেন না

—এ, কে, এম, মহিউদ্দিন

আগামী ১৬ নভেম্বর শুরু হচ্ছে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সমিতির (সার্ক) দ্বিতীয় শীর্ষ বৈঠক। বৈঠকের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের বাঙ্গালোর শহরে। সার্কের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ঢাকায় ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর।

বাঙ্গালোর শীর্ষ সম্মেলন

বাঙ্গালোর সার্ক শীর্ষ সম্মেলন দু'দিন চলবে বলে জানা গেছে। সদস্য দেশগুলোর মন্ত্রী, সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ শীর্ষ বৈঠকের আলোচ্যসূচী ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু করেছেন। তাঁরাই বৈঠকের ঘোষণারও চূড়ান্ত রূপ দেবেন।

যতদূর জানা গেছে, শীর্ষ বৈঠকে কৃষি, পরিবহন, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিষয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে; পারস্পরিক প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং চা ও পাটের মত প্রাথমিক পণ্য বহির্বিশ্ব থেকে আমদানি না করে সদস্য দেশগুলো থেকে গ্রহণের ব্যাপারে সুযোগ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে এবং বিশ্বে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণে অগ্রগতির অভাব ও সার্কভুক্ত অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে মতামত বিনিময় করা হবে। তাছাড়া এই সূত্র মতেই এই বৈঠকে নেপালের কাঠমণ্ডুতে সার্কের স্থায়ী সেক্রেটারিয়েট স্থাপন, সেক্রেটারিয়েটের কাঠামো এবং অন্যান্য সাংগঠনিক ব্যবস্থাবলী সম্পর্কেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সার্কভুক্ত এলাকার অর্থাৎ বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানদের এই বৈঠকে অংশগ্রহণের কথা রয়েছে। স্বভাবতঃই এই বৈঠকের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে, সম্প্রতি প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক ভারতের বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিতব্য এই শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেন না। তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী জুনেজো। অথচ মাত্র ১১ মাস আগে বাংলাদেশে অর্থাৎ ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিদলসহ সার্কের সব কর্মকাণ্ডে আন্তরিকতার সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমাদের আজকের আলোচনা শুরু এখান থেকেই।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

এক্ষণে আমরা যে প্রসঙ্গের অবতারণা করছি তা একটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং বিষয়টি সার্ক চেতনার সাথে সম্পৃক্ত। এরূপ ঘটনা যে ঘটবে তা আমাদের অজানা ছিল না। বস্তুতঃ এসব ঘটনার ইতি টানার জন্যই আমরা সার্ক গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম এবং সার্কের সেক্রেটারিয়েট ঢাকায় স্থাপনের জোর দাবী উত্থাপন করেছিলাম। আমরা বুঝি না, সার্কের চিন্তা-চেতনা যাদের মন-মগজে ঠাঁই পায়নি তারা সার্ককে টিকিয়ে রাখবেন কিভাবে!

প্রকৃতপক্ষে সার্ক হলো একটি কল্যাণময় চিন্তার ফসল। সার্কের ধ্যান-ধারণা সংশ্লিষ্ট এলাকার সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। সার্কভুক্ত অঞ্চলের জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিমান ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ চরিত্রবান ধৈর্যশীল লোকদের নিয়ে সাংগঠনিক ও কাঠামোগত তৎপরতা চালাতে হবে। সর্বাবস্থায় এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট এলাকার শান্তি ও সমৃদ্ধিই সার্কের লক্ষ্য। এই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সদস্য দেশগুলোর আভ্যন্তরীণ, পারস্পরিক ও বহিঃসম্পর্কযুক্ত সমস্যাবলীর মোকাবেলায় সার্ক সর্বদা সম্মানিত নিরপেক্ষ শক্তি হিসেবে কাজ করবে এবং কেবল সমস্যাবলী মোকাবেলায়ই— নয়, এতদঞ্চলের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি আনয়নের ক্ষেত্রেও সার্ক হবে একটি ফলপ্রসূ জোরদার হাতিয়ার। অতএব লোভী, ঈর্ষান্বিত ও পরশ্রীকাতরদের ঠাঁই সার্কে হতে পারে না। এরূপ কোন মামলা যদি দেখা দেয় তাহলে তার সমাধান করতে হবে সর্বাগ্রে। এরূপ কারণ সৃষ্টিকারীকে সদস্য দেশগুলো প্রতিরোধ করবেন একযোগে। সার্কের এই চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণার বিষয়টি বুঝতে হলে সার্ক সম্পর্কিত আমাদের গত ১১ আগস্ট তারিখে প্রকাশিত নিবন্ধটি পড়তে হবে, যেখানে আমরা সুস্পষ্টভাবে দাবী করেছিলাম যে, সার্ক ধারণার উদগাতা ও সার্কের প্রস্তাবক হিসাবে "সার্ক সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কিভাবে তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব এ বিষয়ে আমরা অবশ্যই সুনির্দিষ্ট অভিমতের অধিকারী"।

সতর্ক বাণী

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা এখানে বলে রাখা আমরা প্রয়োজনীয় বলে মনে করি যে, সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশগুলোতে না হলেও আমাদের দেশে সম্প্রতি সার্ক সম্পর্কিত কিছু অতিবুদ্ধিমান অত্যুৎসাহী লোকের আবির্ভাব ঘটেছে। এদের আওয়ামী লীগ দলীয় কতিপয় নেতার যোগ্য উত্তরসূরী বলে মনে হয়। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে কতিপয় নেতা "নিজেদের সার্কের উদ্যোক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার হাস্যকর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন"। আর এরা চাইছেন প্রিন্স অব ডেনমার্ককে বাদ দিয়েই হেমলেট নাটক মঞ্চস্থ করতে। এদের এই হাস্যকর প্রচেষ্টায় নিজেদের যাই হোক, সার্ক-এর যথেষ্ট ক্ষতি হবে বলে আমরা আশংকিত— অতএব এখন থেকেই হুঁশিয়ার করে দেই; সাবধান, সার্ক নিয়ে খেলবেন না।

সার্কের ধ্যান-ধারণা

যাহোক, কথা হচ্ছিল সার্কের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা নিয়ে এবং প্রসঙ্গতঃ আমরা আমাদের ১১ আগস্টের নিবন্ধের কথাও উল্লেখ করেছিলাম যাতে বলা হয়েছিল, "আজ উপমহাদেশের সবাইকে, সব রাষ্ট্রনায়ককে সজাগ হতে হবে, সতর্ক হতে হবে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে। নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক ও অভিন্ন সমঝোতা; আর গড়ে তুলতে হবে পারস্পরিক উন্নয়নের প্রয়োজনে সুদৃঢ় ঐক্যজোট।" এই নিবন্ধেই উপরোল্লিখিত সার্ক চেতনার সাথে সম্পৃক্ত মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটির বিষয় চিন্তা করে আমরা বলেছিলাম যে, "স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, সার্কভুক্ত দেশগুলোর সাথে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের সম্পর্ক সর্বোত্তম রয়েছে। বাংলাদেশ মাঝারি শক্তির দেশ, এর আন্তর্জাতিক অংগিকার সর্বাপেক্ষা কম এবং ভৌগোলিক ও সামরিক কৌশলগত দিক এবং আন্তর্জাতিক যাতায়াত ব্যবস্থার দিক থেকেও বাংলাদেশের অবস্থান সর্বাপেক্ষা উত্তম। এমতাবস্থায় সার্ক চেতনার উদগাতা, লালনকারী এবং এর বাস্তব রূপায়নে সযত্ন প্রয়াসী হিসাবে এমনিতেই সার্ক সেক্রেটারিয়েট ঢাকায় স্থাপন করা সর্বোত্তম হয়। তদুপরি, সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে এটা আরো সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঢাকায় সূচিত সার্কের ধ্যান-ধারণা ও গতি অব্যাহত রাখতে হলে সার্কের সেক্রেটারিয়েট অবশ্যই ঢাকায় স্থাপন করতে হবে।"

আমরা কেন একথা বলেছি? আমরা বলেছি (ক) ভারতের আভ্যন্তরীণ সমস্যা, আন্তর্জাতিক চুক্তিবদ্ধ অঙ্গীকার, সার্ক সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সাথে ভারতের সম্পর্ক, ভারত মহাসাগরে তাদের কার্যকলাপ; (খ) শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের জনসংখ্যা, শক্তি ও আকৃতিগত আনুপাতিক ভারসাম্যহীনতা এবং ভৌগোলিক ও সামরিক কৌশলগত অবস্থান; (গ) সার্ক বহির্ভূত এলাকার এবং কোন কোন সদস্য দেশের সাথে পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক; (ঘ) ভুটানের ভৌগোলিক অবস্থান এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক নির্ভরশীলতা; (ঙ) নেপালের ভৌগোলিক অবস্থান ও যোগাযোগ সঙ্কটজনিত নির্ভরশীলতা এবং (চ) বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, বহির্বিশ্ব ও সদস্য দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক এবং সামরিক কৌশলগত বিষয়াদি বিবেচনা করে।

ভারত

ভারতের আভ্যন্তরীণ সমস্যা অত্যন্ত প্রকট ও জটিল। যে যত কথাই বলুন না কেন, ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এতই ঘোলাটে যে এত উদ্বেগাকুল সমস্যাবহুল দেশ বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি আছে কি-না সন্দেহ। আমদানির দিক থেকে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে তা একটি ডাহা মিথ্যা। বরং এটাই সত্য যে, ভারতীয় কোটি কোটি সাধারণ নাগরিকের দু'বেলা খাবার জোটে না; তারা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করে এবং এমনকি তাদের গায়ের সাধারণ বস্ত্রাদি পর্যন্ত নেই। শীত বস্ত্রের অভাবেতো প্রতি বছর কয়েকশ' লোক মারা যায়। ভারতে সামাজিক বিন্যাস অত্যন্ত বিশ্রী ধরনের।

ধর্মীয় কারণে কেবল হিন্দু-মুসলমানেই নয়, সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের কারণে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেও সারা বছরই মারামারি, কাটাকাটি, সংঘাত-সংঘর্ষ লেগেই থাকে। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের বিচারে, ভারত একটি সাক্ষাৎ দোজখ। তাছাড়া রাজনৈতিক অস্থিরতাও ভারতের সর্বত্র। ভারতের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম এবং মধ্যাঞ্চল কোন এলাকাই রাজনৈতিক অস্থিরতা ছাড়া নেই। বিশেষ করে শিখ, গুর্খা, অহমীয়, তামিল ও সারা ভারতের কমুনিস্টরা দেশটিকে বসবাসের এত আযোগ্য করে তুলেছে যে, প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে স্টীলের বর্ম পড়ে বুলেট প্রুফ কাঁচের ভিতরে থেকেও অহর্নিশ নিজের নিরাপত্তার কথাই ভাবতে হয়। তাছাড়া ভারত নিজেই এখন কয়েক দফা ভৌগোলিক বিভক্তির আশংকার সম্মুখীন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে পঁচিশ বছরের সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে সামরিক প্রশ্নে হস্তপদ আবদ্ধ ও কৌশলগত দিক থেকে একটি পরাশক্তির তাঁবেদার। ভারতের সাথে সার্ক সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সম্পর্কও পুনর্বিবেচনার দাবী রাখে। ভারতের উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা, পূর্বে বাংলাদেশ ও পশ্চিমে পাকিস্তান। অতএব বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন যে, একমাত্র হিমালয় ছাড়া ভারতের আর কোনও দিকে এরূপ কেউ নেই যাকে ভারত অহেতুকভাবে বিরক্ত না করেছে। মনে হয়, সম্ভব হলে ভারত হিমালয়কেও ছেড়ে কথা বলতো না; কারণ হিমালয়ের উত্তরে চীনের সাথেও ভারতের সেই সম্পর্ক। সর্বোপরি ভারত এখন আবার দক্ষিণের মহাসাগরকে নিয়ে পড়েছে। একদিকে ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা হিসাবে ঘোষণার জন্য মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সবগুলো প্রচার সংস্থার মাধ্যমে সবাই তারস্বরে চীৎকার জুড়ে দিয়েছেন, অপরদিকে ভারত মহাসাগরের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলেছেন এবং গুজরাট থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত বিশাল উপকূলীয় অঞ্চলে ছোট-বড় সামরিক ঘাঁটিসহ মাদ্রাজ এলাকায় এতদঞ্চলের বৃহত্তম নৌঘাঁটি নির্মাণ করে চলেছেন। অর্থাৎ তাদের মুখ ও মনের মধ্যে কোন সঙ্গতি নেই। এ অবস্থায় সার্কের ধ্যান-ধারণা তারা বাস্তবায়িত করবেন কিভাবে?

শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কার এখন আবার নিজেরই কাহিল অবস্থা। আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রতর ভারত মহাসাগরে অবস্থিত এই দ্বীপ দেশটি প্রতিবেশী ভারতের সাথে রাজনৈতিক সংঘর্ষে লিপ্ত, যার ফলে মাঝে মাঝে এখানে জ্বালাও, পোড়াও এবং বন্দুকের লড়াই সবই হয়। শ্রীলঙ্কার এই অবস্থার জন্য অবশ্য মূলতঃ ভারতই দায়ী। অন্ততঃ সমস্যাটির গোড়াপত্তন করেছে ভারত। এখনতো তা রীতিমত সংঘর্ষের রূপ নিচ্ছে। তাছাড়া ভৌগোলিক ও সামরিক দিক থেকে শ্রীলঙ্কা এত এক্সপোজড এবং অবস্থানগত কারণে দেশটির অবস্থা এত নাজুক যে, সারা সার্কভুক্ত এলাকার দায়িত্ব গ্রহণ দেশটির পক্ষে সম্ভব নয়।

মালদ্বীপ

মালদ্বীপের অবস্থাও তথৈবচ। এটা দ্বীপপুঞ্জের দেশ। আয়তন ও লোকসংখ্যা ক্ষুদ্র। যাতায়াত ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও নিতান্তই অনুন্নত। তবে মালদ্বীপের সর্বাধিক, অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য।

অসুবিধাজনক বিষয়টি হলো এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা ও বহির্দেশীয় সামরিক অঙ্গীকার। মালদ্বীপের বৃটিশ পোলারিশ মিসাইল ঘাঁটি এককালে সারা আরব সাগর ও সংশ্লিষ্ট ভারত মহাসাগরকে নিয়ন্ত্রণ করতো ইংরেজদের স্বার্থে। ইংরেজরা এর পর মালদ্বীপের মিসাইল ঘাঁটিটি ছেড়ে দিয়েছে আমেরিকানদের হাতে। অতএব মালদ্বীপের নিজস্ব সামরিক ব্যবস্থা যাই থাকুক, সামরিক প্রশ্নে দেশটির পক্ষে এখন আমেরিকানদের পাশ কাটিয়ে কোন কথা বলা সম্ভব নয়, অথচ সার্কভুক্ত এলাকাকে বহির্দেশীয় সামরিক প্রভাব থেকে অবশ্যই মুক্ত রাখতে হবে এবং এটা সার্কের একটি মৌলিক লক্ষ্য। এমতাবস্থায় মালদ্বীপ সার্কের স্বার্থের প্রতি যতটুকু নজর রাখতে পারবে তার চেয়েও সার্ককেই মালদ্বীপের স্বার্থের প্রতি অধিক নজর রাখতে হবে।

নেপাল ও ভুটান

এরপর আসে নেপাল ও ভুটানের কথা। এ দু'টি দেশের অবস্থাই সমভাবে অসুবিধাজনক এবং সার্কের স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত। ভুটানকে তো ভারত প্রায় গ্রাস করেই ফেলেছিলো। অবশ্য ভুটানের রাজা ও নেতৃবৃন্দ এ অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছেন এবং তাদের প্রচেষ্টার কিছু সুফলও পাওয়া গেছে। কিন্তু যে সুফলটুকু পাওয়া গেছে তাতে ভবিষ্যতে এর সাথে আরো কিছু যুক্ত করতে না পারলে দেশটির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে সার্ককেই সম্ভবতঃ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যাহোক, নেপালের বিষয় আলোচনা করছি। নেপালে রয়েছে রাজতন্ত্র। ভুটান ছাড়া সার্কের আর কোন দেশেই এ ধরনের পুরাতন পদ্ধতির রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নেই। নেপালীরা অবশ্য রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এখন সোচ্চার হয়ে উঠেছে এবং গুর্খারা শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবিত গুর্খাল্যাণ্ডের সীমা কতটুকু দাবী করে তাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নেপালের উত্তরে হিমালয় আর পূর্ব-উত্তর ও দক্ষিণে ভারত। সোজা কথায়, ভারতের অনুমতি ব্যতীত নট্ নড়ন চরণ নট্ কিচ্ছু। কোনও কারণে ভারত যদি শুধু এতটুকু বলে—মহারাজ, কৃতাঞ্জলী পুটে নিবেদন করছি, অনুমতি ব্যতীত আমার সীমানা চৌহদ্দী মাড়াবেন না। ব্যস, তাহলেই হয়ে গেলো। নেপালীদের আর্তচিৎকার হিমালয়ের কন্দরে গুহায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হওয়া ব্যতীত আর কোনও লাভ হবে না। অবশ্য যদি কোন দেশ অথবা শক্তি এসে উদ্ধার করে তাহলে সে কথা আলাদা। অর্থাৎ ভারতের সাথে বাধ্যতামূলক সখ্যতা ব্যতীত জল-স্থল-আকাশ কোন পথেই নেপালের বহির্বিশ্ব এমনকি সার্কের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করার কোন উপায় নেই। ভারতের সম্মতির উপরই নির্ভর করে নেপালের ব্যবসা-বাণিজ্য, আয়-উন্নতি, প্রতিরক্ষামূলক দক্ষতা— এক কথায় সব কিছু। ভারতের সাথে বন্ধুত্ব নেপালের জীবন ...

পরনির্ভরশীল এরূপ একটি দেশের পক্ষে সার্ক চেতনার মত নিরপেক্ষ সোচ্চার ভূমিকা পালন করার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। এ বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনা করা না হলে সার্কের প্রতি রীতিমত অবিচার করা হবে। তাছাড়া রয়েছে নেপালের জনসংখ্যা, সামরিক বাহিনী ও সামরিক কৌশলগত বিভিন্ন দিক এবং সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশের উপর দেশটির মর্যাদাগত প্রভাবের প্রশ্ন যা কোনোমতেই সার্কের ধ্যান-ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

পাকিস্তান

আর পাকিস্তানের সাথে তো ভারতের অনেক পুরাতন অহি নকুলের সম্পর্ক বিদ্যমান। তাছাড়াও সার্ক বহির্ভূত দেশের সাথে পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক দেশটিকে সার্কের চেতনা বাস্তবায়নের বিষয়ে কিছুটা বেকায়দায় ফেলে রেখেছে এবং দেশটির ভৌগোলিক অবস্থানও পরাশক্তির প্রভাববলয় বহির্ভূত নয়। সর্বোপরি নিজস্ব আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি এবং সার্কভুক্ত ভারতের সাথে সম্পর্কের কারণ ও সার্কের ধ্যান-ধারণার সাথে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার মনোভাব বশতঃ পাকিস্তান নিজেও সার্কের কর্মসূচীর চেয়ে সাংগঠনিক ও কাঠামোগত বিষয়ে অধিক আগ্রহ দেখাতে নারাজ। বিষয়টি খুবই উত্তম এবং অবশ্যই

বাংলাদেশ

এই প্রেক্ষিতে এখন আমরা বাংলাদেশের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে পারি। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান— বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্য উভয় এলাকাতেই অবস্থিত বলা চলে। এর উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম অর্থাৎ তিনদিক ভারতীয় এলাকা বেষ্টিত। একদিক অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর তথা ভারত মহাসাগর। অর্থাৎ বাংলাদেশ কেবল সার্কের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর বিষয়েই নয় বরং বিশ্বের কোন দেশের উপরই যাতায়াত, বাণিজ্যিক লেনদেন ইত্যাকার কাজের জন্য নির্ভরশীল নয়। সম্পর্ক—বাংলাদেশের সাথে সার্ক সদস্যভুক্ত এবং বহির্বিশ্বের কোন দেশের সাথেই সামরিক চুক্তি নেই। উল্লেখ্য যে, ভারতের সাথে যে চুক্তির কথা বলা হয় বাস্তবে তার কোন প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি এবং এই জাতীয় যে কোন চুক্তি বাংলাদেশীরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। তাছাড়া বহির্বিশ্বের সব দেশের সাথে এবং বিশেষ করে সার্কের সদস্য দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশে সম্পর্ক খুবই উত্তম, নিবিড় ও মর্যাদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

সামরিক—বাংলাদেশের অবস্থানস্থল সামরিক কৌশলগত দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তিনটি বাহিনীই সুদক্ষ ও প্রয়োজনীয় অস্ত্রপাতি সজ্জিত এবং লক্ষ্যযোগ্য যে, ভারত মহাসাগরকে নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নেও বাংলাদেশের অফুরন্ত সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। এসব ছাড়াও বাংলাদেশের অফুরন্ত সম্পদ, যুগোপযোগী রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় আয়তন ও জনসংখ্যা ইত্যাকার অনুকূল পরিবেশ এবং পরিস্থিতিও প্রসঙ্গতঃ বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য। সর্বোপরি সার্কের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের যে বিষয়টি সর্বাগ্রে ও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়, তাহলো এর মানবতাবোধ সম্পন্ন কল্যাণধর্মী চিন্তাধারা ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা।

সিদ্ধান্ত

সার্কের চেতনা বাংলাদেশেই সৃষ্টি হয়েছে, সার্কের ধ্যান-ধারণা বাংলাদেশেই উদ্ভূত। সুতরাং সার্কের চেতনা জাগ্রত রাখা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক-বিবেচনা যে বাংলাদেশের আছে একথা আজ প্রমাণিত। তাছাড়া, সার্কের প্রথম শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্য একথাও প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, সার্ক সদস্যদের বিবেচনায় ঢাকাই হলো এর সাংগঠনিক ও অন্যান্য কর্মতৎপরতার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত, সর্বোত্তম ও সব সদস্য কর্তৃক স্বীকৃত একমাত্র স্থান।

উপসংহার

এখন কি হলো? ঢাকায় অনুষ্ঠিত সার্কের প্রথম শীর্ষ সম্মেলনেতো সব রাষ্ট্র প্রধান যোগ দিয়েছিলেন এবং এই উদ্যোগের জন্য বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসাসহ মাননীয় প্রসিডেন্টগণ আন্তরিকতাসহ সার্কের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাবলী আলোচনা-পর্যালোচনা করেছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালোর শীর্ষ সম্মেলন অর্থাৎ দ্বিতীয় সার্ক শীর্ষ ...

কেরাত বাজানো হয় সেইগুলো আ...
বেহেশ্‌তে যাওয়ার হকদার কার...
এইগুলো জীবনে একটি মিথ্যা কথা...
বলেনা, কাহারও হক নষ্ট করে না...
তদুপরি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে...
একটুও ফাঁকি না দিয়া কিরাতের...
রেকর্ড বাজায়। আল্লাহর রহমতের ও...
বরকতের মহা সমুদ্র কুরআন হইতে...
মাত্র তিলাওয়াত করিয়া আমরা দুই...
ফোঁটা পানি সমতুল্য রহমত লাভ...
করিয়া খুশীতে আত্মহারা হইতেছি...
অথচ যেই কুরআন হইতে আমরা...
সমুদ্রসম রহমত ও বরকত পাইতে...
পারিতাম তাহা ভুলিয়া যাইতেছি।...
আমাদিগকে কুরআন তিলাওয়াত...
করিতে হইবে এবং সাথে সাথে যাহা...
তিলাওয়াত করিলাম তাহা বুঝার চেষ্টা...
করিতে হইবে। আমরা যারা আল্লাহর...
প্রথম নির্দেশ একবার বিমুখে লংঘন...
করিয়া 'মাগদুব' অভিশপ্ত ও...

কুরআন

'দোয়াল্লীন' পথভ্রষ্ট হইয়াছি। খ্রীষ্টানদের উচ্ছিষ্ট রিলিফ ও রেশন খাইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছি, আমাদের সকলের উচিত আজ কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করিতে সময় লাগানো। কুরআন তিলাওয়াত ...